গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.nbr.gov.bd

ঢাকাঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদের ১,৭৬,৩৭১ (এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তিনশত একাত্তর) কোটি টাকা আদায়ের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এনবিআরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অহর্নিশ কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটি সরকারের ৮৫% রাজস্ব আদায় করে থাকে। এ বৃহৎ রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দৈনন্দিন রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি নিবারণী কার্যক্রমসমূহ কর ফাঁকি, শুল্ক ফাঁকি ও চোরাচালান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বিভিন্ন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

এনবিআর গৃহীত কর্তৃক 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের লালন নীতি' কঠোর প্রয়োগের কারণে স্বার্থান্বেষী মহল ক্ষুদ্ধ হয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি যমুনা গ্রুপের কর ফাঁকি, শুল্ক ফাঁকি এবং জালিয়াতি উদ্‌ঘাটিত হয়। এতে ক্ষুদ্ধ হয়ে সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ফাঁকি প্রদানকারী যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুল তাঁর মালিকানাধীন দৈনিক যুগান্তর ও যমুনা টেলিভিশন কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এর বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য সম্বলিত ৭ (সাত)টি প্রতিবেদন (২৯/১০/২০১৫, ০১/১১/২০১৫, ১৮/১১/২০১৫, ২৪/১১/২০১৫, ৩০/১১/২০১৫, ০৭/১২/২০১৫ ও ০৯/১২/২০১৫) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে। প্রকাশিত সংবাদগুলোর বিষয়বস্তু মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও কল্পনাপ্রসূত। যমুনা গ্রুপের এ ধরনের অপতৎপরতায় আশংকিত হয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে জিডি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ০৯/১২/২০১৫ তারিখ রমনা মডেল থানা, ঢাকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দ্বিতীয় সচিব (বোর্ড প্রশাসন-১) এ.এইচ.এম আবদুল করিম এর স্বাক্ষরে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রমনা মডেল থানা, রমনা, ঢাকা বরাবরে যমুনা গ্রুপের মালিক নুরুল ইসলাম বাবুল ও এর হলুদ সাংবাদিক হেলাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে একটি জিডি নং- ৬২৪ এন্ট্রি করা হয়। জিডিতে উল্লিখিত যমুনা গ্রুপ এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব অনিয়মের একটি চিত্র সভায় তুলে ধরা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে শুল্ক ফাঁকি ও অধিকতর রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্র সমূহ অনুসন্ধানকালে যমুনা গ্রুপের সাথে সম্পৃক্ত ও সম্পর্ক ধারী দুটি প্রতিষ্ঠানের জালিয়াতি বেরিয়ে আসে।

- যমুনা গ্রুপের সহযোগী বন্ডেড প্রতিষ্ঠান এমকাবা লিঃ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকায় বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ এর নামাংকিত প্যাডে ৩৯,৯৩,০৫১.০০ মার্কিন ডলারের (প্রায় ৩১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা) জাল পি.আর.সি দাখিল করে, যা যাচাইকালে উক্ত ব্যাংক পিআরসিটি ভূয়া জালিয়াতির বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিত করে। উল্লেখ্য, এমকাবা লিঃ এর মালিক শেখ আব্দুল ওয়াদুদ যিনি যমুনা গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান দাদা ট্রেডিং এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। দাদা ট্রেডিংয়ের অপর পরিচালক মিসে শারিয়াত তাসরিন। মিসেস শারিয়াত তাসরিন যমুনা গ্রুপের মালিক জনাব নুরুল ইসলাম এর কন্যা এবং শেখ আব্দুল ওয়াদুদ তার জামাতা। চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের সেল্ফ ক্লিয়ারেন্স সিএন্ডএফ লাইসেন্সের জন্য ঘোষিত যমুনা গ্রুপের তালিকায় দাদা ট্রেডিংয়ের নাম উল্লেখ রয়েছে।

- বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান যারা এক্সেসরিজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ গত ১২/১২/২০১৪ তারিখে তাদের রপ্তানির প্রমাণ হিসেবে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকায় আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের প্যাডে ২০ লক্ষ ৯৫ হাজার ১৩৬ মার্কিন ডলারের (১৬ কোটি ৫৫ লাখ টাকা) একটি Proceed Realization Certificate (পিআরসি) দাখিল করে, যা ব্যাংক যাচাই করে ও তদন্তে ভুয়া প্রমাণিত হয় । যারা এক্সেসরিজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর ব্যাংক একাউন্স এবং পরিচয়দানকারী শেখ আব্দুল ওয়াদুদ যিনি যমুনা গ্রুপের মালিক নুরুল ইসলামের জামাতা। এ ক্ষেত্রে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা'র সে সময়ের একজন অসাধু ও দুর্নীতিবাজ সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানটিকে সহযোগিতা করায় উক্ত কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় । যমুনা গ্রুপ তাকে পুনর্বহাল করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

জিডিতে উল্লিখিত বিষযবস্তুর আলোকে আজ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ কাস্টমস্ আইন, ১৯৬৯, বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর আওতায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রমনা মডেল থানা, রমনা বরাবরে কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকার পক্ষ থেকে সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা মোঃ শফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে যারা এক্সেসরিজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর জালিয়াতির জন্য প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন তথা এফআইআর/মামলা নং- ৬১ ও এমকাবা লিঃ এর জালিয়াতির জন্য ৬২ দায়ের করেন।

বর্ণিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

৩১/১২/২০১৫

(সৈয়দ এ, মু'মেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপক,

বার্তা সম্পাদক
সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া।